দৈনিক সংবাদ

৪৫

28 AUG 1987

5

শিক্ষক ও আসবাবপত্রের সংকট

লক্ষ্মীপুরে প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

লক্ষ্মীপুর, ২৬শে আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, বেঞ্চ, চেয়ার-টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে লক্ষ্মীপুর জেলার ৪টি উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে।

জেলার ৪টি উপজেলার অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সরকারী মঞ্জুরির অপ্রতুলতা জেলার প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সদর উপজেলা রামগতি, রায়পুর ও রামগঞ্জ উপজেলার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়ন কাজে দীর্ঘদিন হাত লাগেনি।

প্রায় ১২ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত লক্ষ্মীপুর জেলার ৪টি উপজেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা সরকারী ৫'শ ৪টি, বেসরকারী ৪৩টি এবং সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে ২৭টি। এ নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ৯'শ ৭৪টি। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অধিকাংশ কাঁচা, ছনের ও টিনের ছাউনি। অনেকগুলোর বেড়া নেই। দরজা নেই। নামমাত্র পাকা ভবনগুলোতে দীর্ঘ দিনেও সংস্কারের হাত লাগেনি। ফলে বৃষ্টির দিনে ছাদ দিয়ে পানি পড়ে মেঝে পানিতে ভরে যায়। বেশ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাউনি না থাকায় খোলা আকাশের নীচে শিক্ষার্থীদের ক্লাস করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীর আঙ্গিনায়।

গত কয়েক বছরের উপর্যুপরি ঝড় ও বন্যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ বিদ্যালয় ভবনগুলোর সংস্কারে আজও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। অধিকাংশ বিদ্যালয়ের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাবে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

এ চারটি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৯ জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অপর দিকে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বেশ কিছু। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। গোটা কয়েক বিদ্যালয় ছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই নলকূপ নেই। বেশ কয়েকটি নলকূপ দীর্ঘদিন ধরে অকেজো হয়ে আছে। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেট্রিন ও প্রস্রাবখানার ব্যবস্থা নেই। খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে। এছাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে কয়েকটি সরকারীকরণের উপযুক্ততা থাকলেও আজ পর্যন্ত সরকারী করা হয়নি।